রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০১ বৈশাখ ১৪২০
১৪ এপ্রিল ২০১৩

বাণী

আজ পহেলা বৈশাখ। ১৪২০ বঙ্গাব্দ। শুভ নববর্ষ। বাংলা নববর্ষের এই আনন্দঘন দিনে আমি দেশবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

বাংলা নববর্ষ চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্যে লালিত এক অনন্য দিন। অমিত সম্ভাবনা নিয়ে সমাগত এ দিনটি সবাইকে প্রবলভাবে আপ্লুত করে এবং পুরাতনকে পেছনে ফেলে সামনে চলার অফুরন্ত প্রেরণা যোগায়। পহেলা বৈশাখ আমাদের আবহমান ঐতিহ্যের লালন এবং আত্মোপলব্ধির এক অনুপম দিন। আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষি, ব্যবসা, পার্বণসহ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বাংলা সনের ব্যবহার চিরন্তন। বাঙালি জীবনে বাংলা নববর্ষের আবেদন তাই সার্বজনীন। অতীতের সব বিভেদ ভুলে বাংলা নববর্ষ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের ঐক্য আরো সুদৃঢ় করবে এবং বয়ে আনবে অফুরন্ত আনন্দের বারতা–এটাই সকলের প্রত্যাশা।

কবি গুরুর ভাষায় বলি:

"হে নতুন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে–"

বাংলা নববর্ষ ১৪২০ সবার জন্য শুভ ও কল্যাণকর হোক।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

আবুল কালাম আজাদ, এমপি
মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলা নববর্ষ ১৪২০ উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভ নববর্ষ।

পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসব। কারণ এটি বিশেষ কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর নিজস্ব উৎসব নয়। নানা ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষের সহাবস্থানের দেশ বাংলাদেশ। এদেশে সকল মানুষ নিজ নিজ ধর্ম ও গোষ্ঠীর উৎসব অতি আনন্দের সাথে পালন করে থাকে। কিন্তু পহেলা বৈশাখ এমন একটি উৎসব যা সকল পার্থক্য ও ভেদাভেদ বিলীন করে দিয়ে সবাইকে একই পরিচয়ে পরিচিত করে তোলে। আর সে পরিচয় হলো বাঙালিসত্তার পরিচয়। বাঙালি জাতিসত্তার এরচেয়ে বড় আর কোনো পরিচিতিমূলক উৎসব নেই। তাই নববর্ষ উৎসব আমাদের কাছে নিজ অস্তিত্বকে নতুন করে সমগ্র জাতির অস্তিত্বের সাথে একাত্মভাবে উপলব্ধি করবার একটি বিশেষ উৎসব।

আমাদের এ ভূ-খণ্ডে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ইতিহাস অনেক পুরানো। বাংলা সনের উদ্ভবের সাথে যার নাম জড়িয়ে আছে সেই মোগল সম্রাট আকবর ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও লালন ফকিরের মতো মহান স্রষ্টাগণ তাঁদের সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িকতার তত্ত্বই প্রচার করেছেন। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁদের স্বপ্ন ও চেতনা যেন উৎসবের রূপে নববর্ষের প্রথম দিনটিতে প্রতিটি বাঙালির চেতনাকে আন্দোলিত করে। তাই পহেলা বৈশাখে সমগ্র দেশ ও প্রবাসী বাঙালিগণ রঙের উৎসবে মেতে ওঠে।

বাঙালির সাংস্কৃতিক ও লোকজ সত্তার এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে পহেলা বৈশাখে। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে নানা উৎসব আয়োজনে এই দিনটি পালিত হয়। হালখাতা, বৈশাখী মেলা, পুতুল নাচ, যাত্রাপালা, গানের আসর প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানায় উৎসবপ্রিয় বাঙালি। বিগত বছরের মলিনতা ও জীর্ণতাকে পেছনে ফেলে নতুন বছরের শুরুতে নতুন স্বপ্ন ও আশায় এগিয়ে যাবার শপথ নেয়া হয় এই দিনে। এই উৎসব আমাদের শিকড়ের সাথে একাত্ম হবার উৎসব। এই উৎসবের আনন্দ অটুট থাক বছরের প্রতিটি মুহূর্তে। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রতকরণ ও সুদৃঢ়করণে পহেলা বৈশাখের গুরুত্ব অপরিসীম।

বিগত সময়ের সকল গ্লানি, জরা ও জীর্ণতাকে মুছে দিয়ে বাংলা নববর্ষ সকল বাঙালির জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, আনন্দ ও সমৃদ্ধি। নববর্ষের উৎসবের আনন্দ অটুট থাকুক বছরের সব সময় জুড়ে, সবার জীবনে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল কালাম আজাদ, এমপি

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ চৈত্র ১৪১৯
০৮ এপ্রিল ২০১৩

অন্তরকথন

নববর্ষের উদ্‌যাপনকাঙ্ক্ষা আমাদের ঐতিহ্যের গভীরে শেকড়নামানো একটি বিষয়। এটি আমাদের উদ্‌যাপন-তালিকায় সর্ববৃহৎ মানবনিরপেক্ষ ও বিশ্বাসনিরপেক্ষ আয়োজন। ১৪২০ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভিক দিবস পহেলা বৈশাখে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মী হিসেবে আমি বিনম্র আন্তরিকতায় দেশবাসী ও সকল প্রবাসী বাঙালিকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা।

বৈশাখের প্রথম দিন আমাদের পঞ্জিকার অনেকগুলো অবিশিষ্ট দিনের মাঝে একটি বিশিষ্ট দিন। উৎসবের দিন এটি অবশ্যই। মঙ্গল শোভাযাত্রার দিনও এটি। সকল মানুষের মিলবার ও সকল মানুষকে মেলাবার এদিনে আমরা যেন শপথে দৃঢ় হই–ধর্ম বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে আমরা সবাই বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর, সুবাসিত ও সম্ভাবনাময় দেশ বাংলাদেশকে মজবুত ভিতের ওপর গড়ে তোলায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখবো। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, এনডিসি

সন ও পঞ্জিকা : উদ্ভব ও সংস্কার

শামসুজ্জামান খান

বাঙালির ইতিহাসের মতো বাংলা সনের ইতিহাসও নানা তথ্য-শূন্যতায় আক্রান্ত। বিগত দুই যুগেরও অধিককাল ধরে নিরলস চেষ্টায় এর প্রামাণিক ও পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসের অনুপুঙ্খ পরিচয় আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক (সপ্তম শতক), বোধহয় তার সামান্য কিছু আগের বর্তমান উত্তরবঙ্গের কোনো এলাকা দখলকারী তিব্বতি রাজা সংস্রন, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) এবং সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫) এবং অতি সম্প্রতি লেখা জয়নাল আবেদীন খানের বই *বঙ্গাব্দ* (২০০৬)-এ উল্লেখিত মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল ওরফে বাদশাহ মঙ্গল রায় এবং মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭০৭-২৬) এদের মধ্যে কে বাংলা সনের আসল প্রবর্তক সে বিষয়টি নিয়ে বেশকিছু বিতর্ক আছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত মনে করেন, মহামতি আকবরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলা সনের প্রবর্তক। কিন্তু এই মতের বিরোধীদের মধ্যে প্রধান হলেন স্বাধীন সুলতানি আমলের ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন: 'বঙ্গাব্দের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে একটা মত চালু হয়েছে। সেটি এই–আগে এদেশে সবাই হিজরি সন ব্যবহার করত; হিজরি সনের বছর চান্দ্র বছর এবং তা ৩৫৪ দিন হয়; ফলে ফসল কাটার খুব অসুবিধা হতো, কারণ চাষিরা আগের বছর যে তারিখে ফসল কেটেছিল পরের বছরে সে তারিখ ১১ দিন এগিয়ে গেছে। তাই আকবর হিজরির যে সন– তখন ছিল সেই সময় থেকেই এক সৌর সংবৎ বা era-র প্রবর্তন করেন। এটিই আমাদের বঙ্গাব্দ। এ মতটি এখন বহুল প্রচার লাভ করেছে এবং অনেকে একে ঐতিহাসিক সত্য বলেও মনে করেছেন। কিন্তু এই মত একেবারে কাল্পনিক। কারণ–

১. আকবরের সময়কার প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী' বা 'আকবরনামা'তে অথবা অন্যান্য সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের লেখা বইগুলোতে কোথাও আকবর কর্তৃক হিজরিকে সৌরবৎসরে পরিবর্তিত করার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

২. আকবরের আমলে শুধু যে হিজরিই ব্যবহৃত হতো তাই নয়, হিন্দুরা শকাব্দ বিক্রম সংবৎ প্রভৃতি ব্যবহার করতেন, মুসলমানদের অনেকেই ফার্সি পঞ্জিকা ব্যবহার করতেন; এ সবেরই বছর ৩৬৫ দিনের সৌরবছর।

৩. চাষিরা তারিখ অনুসারে ফসল কাটে না, তারা নির্দিষ্ট ঋতুতে ফসল কাটে। সুতরাং তাদের জন্য হিজরিকে সৌর সংবতে পরিবর্তিত করার কোনো কারণ নেই।

হিজরি থেকে বঙ্গাব্দ হয়েছে–এই মত এসেছিল, কয়েকজন আধুনিক ঐতিহাসিকের মাথা থেকে; এদের মধ্যে যার কণ্ঠস্বর সবচেয়ে জোরালো ছিল, তার নাম কেপি জয়সোয়াল। প্রধানত তারই প্রচারের ফলে একটি কাল্পনিক মত আজ ঐতিহাসিক সত্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

কিন্তু এই কাল্পনিক মতের ভিত্তি কী? ভিত্তি একটি তুচ্ছ বিষয়। সেটি হলো এই আকবরের সিংহাসনে আরোহণের বছর ছিল ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ বা ৯৬৩ বঙ্গাব্দের সমান। এর থেকেই এরা স্থির করলেন যে হিজরি থেকেই বঙ্গাব্দ চালু হয়েছে এবং তা চালু করেছিলেন আকবর।'

যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য এই অঞ্চলের সন-তারিখ সম্পর্কে একজন বড় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বঙ্গাব্দ সম্পর্কে তিনি লিছেনে, "সুলতান হোসেন শাহের সময় এই সন প্রচলিত হয় (বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয় ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮)। কোন বিষয় থেকে যতীন্দ্র বাবু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা তিনি উল্লেখ করেননি। সে জন্যই একে গ্রহণ করতে আমাদের অসুবিধা আছে। এটা ঠিক যে, কোনো কোনো পুঁথিতে 'বঙ্গাব্দকে' 'যবনে নৃপতে শকাব্দ' বলা হয়েছে। রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী'র পুঁথিতেও বঙ্গাব্দকে 'যাবনী বৎসর' বলা হয়েছে। কিন্তু এর থেকেই মনে করা চলে না জনৈক মুসলমান রাজা বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করেছিলেন এবং তিনি হোসেন শাহ" (সুখময় মুখোপাধ্যায়, এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৪০০)।

ঐতিহাসিক সুখময় মুখোপাধ্যায় ওপরে যেসব যুক্তি উত্থাপন করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত যে উপসংহার টেনেছেন তাতে কোনো সারসত্তা নেই। তিনি বলেছেন, 'বঙ্গাব্দের প্রবর্তক যে কে তা যখন জানা যাচ্ছে না, তখন তাকে বাংলার প্রবল প্রতাপশালী রাজা শশাঙ্কের নামে চিহ্নিত করলে ক্ষতি কি (পূর্বোক্ত)!

অন্যদিকে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত *বঙ্গাব্দের উৎসকথা* বইয়ের লেখক সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, শশাঙ্কই আসলে বাংলা সনের প্রবর্তক এবং তার রাজত্বকালে ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল সোমবার ১ বৈশাখে বঙ্গাব্দের শুরু'। এই মত সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব 'কারমাইকেল অধ্যাপক' ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন: 'এইমতের স্বপক্ষেই কিছু বলতে গেলে প্রথমেই প্রমাণ করতে হবে যে, শশাঙ্ক ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বা অন্তত ওই সময়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। এর কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই, যদিও খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে তার রাজত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য আমাদের আছে (বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত, কলকাতা ২০০০, পৃ. ৮০)'। অতএব, সপ্তম শতাব্দীর আগে তার রাজত্বের প্রমাণ না থকালে তিনি কিভাব ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করতে পারেন?

তাহলে কি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সম্রাট আকবরই বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের প্রচলন করেছিলেন? ঐতিহাসিক তথ্য বিচারের নিরিখে আরো সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি না পেলে তা বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। তবে আকবরের পক্ষে বেশ জেরালো পরোক্ষ প্রমাণ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় : 'ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক সীমানার মধ্যে বা নিকটবর্তী ভূখণ্ডে ৫৯৩-৯৪ বা তার কাছাকাছি সময় থেকে গণনীয় বেশ কয়েকটি অব্দের উৎস আকবরের ফসলি (সৌর-হিজরি) সনের সম্পর্কিত বা বাংলা সনের মতো পৃথক অব্দ হিসেবে সৃষ্ট। এদের মধ্যে আমরা উত্তর-পশ্চিমের ফসলি সন (চান্দ্র-সৌর ৫৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দ), [উড়িষ্যায় আমলি] ও পশ্চিমবঙ্গের বিলায়েতি অব্দ [সন] (৫৯২-৯৩ খ্রিষ্টাব্দ), মল্লাব্দ (৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) ইত্যাদির নাম উল্লেখ করতে পারি (বাঙ্গালা সন : বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত– ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃ.৮৭, কলকাতা ২০০০)। অন্যদিকে গোটা বিশ্বের সন–তারিখ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন এমন এক বিশেষজ্ঞ লেখক বলেন:... " কেউ যুক্তি দিতে পারেন–শশাঙ্ক যেহেতু বাংলারই রাজা ছিলেন তাই তার আমলে একটা অব্দ চালু হলে সেটার 'বঙ্গাব্দ' নাম হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু আকবরের প্রতিষ্ঠিত অব্দের নাম 'বঙ্গাব্দ' হবে কেমন করেন?–এ যুক্তি ধোপে টেকে না, কেননা 'বঙ্গাব্দ' কথাটার ব্যবহার খুব আধুনিক। গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের আগে বঙ্গাব্দ কথাটার চল ছিল না, তখন বলা হতো শুধুই 'সাল' বা 'সন'। পশ্চিম ভারতে কেউ 'বিক্রম-সংবৎ' কে বিক্রম সাল বা বিক্রম সন বলে না। নেপালে বুদ্ধ সংবৎ'কে কেউ বুদ্ধ সাল বলে না। বাংলায় তাহলে সাল বা সন বলা হয় কেন? এখানে মনে রাখতে হবে–'সাল' কথাটা ফার্সি, সন কথাটা আরবি। এ থেকে মনে হয়, হিজরি ক্যালেন্ডার থেকেই কোনোভাবে উদ্ভূত আমাদের বাংলা অব্দ বা বাংলা সন। তা যদি হয় তাহলে আকবর থিয়োরির চেয়ে বিশ্বাস্য অন্য কোনো থিয়োরির সন্ধান পাওয়া মুশকিল" (*সাল তারিখের ইতিহাস* : পলাশবরণ পাল, কলকাতা ১৯৯৪. পৃ. ৯৫)। আসলে ষষ্ঠ বা সম্পত শতকে 'বঙ্গাব্দ', 'বাংলা সন' বা বাংলা সাল ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব ছিল। অত আগে বঙ্গ বা বাংলা বলে কোনো রাজ্য বা ভৌগোলিকভাবে সুসংবদ্ধ এলাকা গড়ে উঠেছিল, ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই। তাই বঙ্গাব্দের মতো আধুনিক শব্দের ব্যবহার যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি সঙ্গত কারণেই আরবি বা ফার্সি শব্দ 'সন' বা 'সাল'-এর ব্যবহার একেবারেই অকল্পনীয়। এসব কারণেই রাজা শশাঙ্কের সঙ্গে বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের সম্পর্ককে ইতিহাসসম্মত প্রত্যয় বলে মনে করা যায় না।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে ডিগ্রিপ্রাপ্ত উড়িষ্যার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল (১৮৮১-১৯৩৭) ছাড়াও অন্য দুই ক্ষেত্রের জগদ্বিখ্যাত দুই মনীষীও আকবরকেই বাংলা সনের প্রবর্তক বলে মনে করেন। তাদের একজন হলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহা ও অন্যজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে ১৯৫২-৫৪ সালে ভারতীয় জাতীয় সন শকাব্দের সংস্কার করা হয়। সেই উপলক্ষে তিনি সম্রাট আকবরের ইলাহি সন এবং তার থেকে উদ্ভূত বাংলা সনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন:

'In 1079 Ad Sultan Jelalddin Melik Shah of Iran introduced a solar calendar for Iran; and this was introduced by emperor Akbar in India in 1584 Ad under the name Tarikh-i-llahi. Akbars Calendar was used to date all events from his accession (1556 AD) and was official Calendar during the reign of Jahangir and early part of Sahjahan's reign when it fall into disuse. But it gave rise to a number of hybrid ears like the Bengali san and the Fails Era which are still in use.'

অন্যত্র তিনি বলেছেন : 'Hijri year is 11 days shorter than tropical solar year, as it is a lunar year. So Hijri year gets behind the solar year by 11 days every year.

In the Hijri year 992, the Emperor Akbar declared that thence forth all calculations regarding year would be made according to solar years.

Bangabda can be derived from the Hijri Era 992 by solar method of calculations.' স্মর্তব্য, এই নতুন ইলাহি সন ৯৯২ হিজরি বা ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত হলেও এই সনকে কার্যকর (to give effect) করা হয় আকবরের রাজ্যাভিষেকের বছর অর্থাৎ ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ (১৪ ফেব্রুয়ারি) থেকে।

ড. সাহা বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করে বলেছেন : 'After the introduction of Tarikh-i-llahi (1556 AD) in the year of his accession to throne by the emperor Akbar, the People of Bengal began to use the Surya Sidhanta reckoning, and the solar year. The Bengali san, we take Hijri year elapsed in 1556 i.e 963 and add to it the number of Solar year. Thus 1954 AD is (963+1954-1556) 1361 Bangla San.'

ড. মেঘনাদ সাহার এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে আমরা বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ সম্পর্কে যে তথ্য জানতে পারি তা হলো : সম্রাট আকবর কর্তৃক ১৫৮৪ সাল মোতবেক ৯৯২ হিজরিতে সৌরসন হিসেবে যে নতুন তারিখ-ই- ইলাহি বা ইলাহি সন প্রবর্তন করেন এবং সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণের বছর অর্থাৎ ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৯৬৩ হিজরিতে, যা কার্যকর হয়েছে বলে ধরা হয় বাংলা সনের উৎসও তাই। সেখানে মোগল সম্রাট আকবরের এই পরিবর্তনের পেছনে ইরানি সন ও পঞ্জিকা সংস্কারের, বিশেষ করে নওরোজের প্রভাব ছিল বলে মনে করা যা। প্রখাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের গ্রন্থে এর প্রমাণ আছে তিনি লিখেছেন : 'The ancient kings of Persia and following them the Muslim rulers of that country as well as the Mughal sovereigns of India, used to observe the day when the sun enters the Aries as a time of rejoicing, because it was the new year's day of the zoroastrina calendar (History of Aurongzib : vol-lll, New Delhi 1972).' স্মর্তব্য, *আকবরনামাতেও* লেখা আছে: 'সিংহাসনের আরোহণের ২৫ দিন পর ২৮ রবিউস সানি (১১ মার্চ) তারিখে অর্থাৎ ইরানি নববর্ষের (নওরোজ) প্রথম দিনে ভুবন আলোককারী নতুন বর্ষের (তারিখ-ই-ইলাহি) শুরু হয়।

অন্যপক্ষে অর্থ বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ১৯৯৮ সালের ২০ আগস্ট ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে দেওয়া তার 'An Assesment of the Millennium' শীর্ষক ইউনেস্কো বক্তৃতায় আকবরের বাংলা সন প্রবর্তনের ব্যাপারটিকে যেভাবে দেখেছেন তাতে বাংলা সনের প্রবর্তক হিসেবে সম্রাট আকবরের দাবি আরো জোরালো হয়েছে। ড. সেন লিখছেন: 'A little over four hundred years ago, in 1591-92, as the year 1000 in the Hejiri Clendear approached, Emperor was on the mughal throne. The Excitement which was widely felt in Delhi and Agra about the completion of the millennium in that reckoning led Akbar to issue a serious of proclamations, about principles of governance.'

মহামতি আকবর আজ যে শ্রেষ্ঠত্বের অভিধায় ভূষিত তার মূল কারণ সুশাসন হলেও সম্মুখমুখী বহুমাত্রিক চিন্তা-ভাবনার জন্যও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। একটি সহস্রাব্দকে (Millennium) সামনে রেখে তিনি ভারতীয় সন সংস্কারের পরিকল্পনা করেছিলেন আইন-ই-আকবরিতেই তার উল্লেখ আছে। তিনি হিজরি সন ব্যবহার না করে হিন্দুস্তানের বৎসর মাস গণনাকে সহজ করে দিতে চেয়েছিলেন। এজন্যই তার সভ্য জ্যোতিবিজ্ঞানী পণ্ডিত ফতেউল্লাহ সিরাজী বিজ্ঞানভিত্তিক ইলাহি সন উদ্ভাবন করেন। এই নতুন সনে ভারতে প্রচলিত সনগুলোর দুর্বলতা দূর করা হয়। কেউ কেউ প্রশ্ন তোলন, আকবর তার রাজ্যাভিষেকের ২৯ বছর পর কেন হিজরি সনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বাংলা সন প্রবর্তন করবেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, রাজাভিষেকের সময় সম্রাটের বয়স ছিল মাত্র তের বছর (জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৫৪২)। রাজ্য শাসন বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও কল্পনাসমৃদ্ধ পথ-পন্থা-পদ্ধতি এবং উদ্ভাবনাময় পরিকল্পনা প্রণয়নের বোধ-বিবেচনাও তার তখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। কিন্তু তিনি যখন পঞ্জিকা সংস্কার ও সন প্রবর্তনের হাত দেন তখন বয়স ৪২ বছর। একবারেই এক পরিপক্ব শাসক। রাজ্যে স্থিতি এসেছে। বঙ্গ বিজয়ও সম্পন্ন হয়েছে। সুবেবাংলা প্রতিষ্ঠা করে নানা সামন্ত রাজ্যকে অনেকটা একীভূতও করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই পঞ্জিকা সংস্কারে হাত দেওয়া রাজ্যের সুশাসনের জন্যই আবশ্যিক হয়েছিল এমন ভাব অসঙ্গত নয়। কারণ ওই সময় নানা বিষয়ে তার মেধা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় ইতিহাসে বিধৃত হয়ে আছে। ভারত উপমহাদেশে সমন্বয়বাদী নীতির প্রতিষ্ঠা তার অন্যতম সম্মুখমুখী কার্যক্রম। অমর্ত্য সেন এ বিষয়ে বলেন : 'The year 963 in the Muslim Hejiri Calendar (coinciding with 1556 AD), the Bengali solar calendar corresponding to the Shake system of reckoning was `adjusted' to the Hejiri number, that is the clock was put back, as it were to 963. Since then the Hejiri has marched ahead, being a lunar calendar, so that the Bengali `San' has fallen behind Hejiri as well. But when a Bengali Hindu does his religious ceremonies according to the local calendar, he may not fully aware that the dates invoked in his hindu practice is attuned to commemorating Mohammad's flight from Mecca to Median, albeit in a mixed lunar-solar representation.'

আকবর যে বাংলা সেন প্রবর্তন করেছিলেন বা তার আদেশে ওই সন চালু হয়েছিল তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ও কোনো কোনো পণ্ডিত উপস্থাপন করেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ অমিতাভ ভট্টাচার্য এ বিষয়ে তার গবেষণা প্রবন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি উল্লেখ করেছেন (দ্র. The Bengali Era in the Inscriptions of late mediaeval Bengla-Indian Museum Bulletin vol. 21, 1986, p 38)

অতিসম্প্রতি প্রকাশিত জয়নাল আবেদীন খানের *বঙ্গাব্দ: বাংলা সন ইতিহাস, উৎপত্তি ও বিকাশ* (ঢাকা, ২০০৬) গ্রন্থে বাংলা সনের সঙ্গে পূর্ব ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধদের সম্পর্কের দিকটি উল্লেখযোগ্য। তবে শরণার্থী মগরাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল ওরফে বাদশাহ মঙ্গল রায়ের দ্বারা বাংলা সন প্রবর্তনের তথ্য-উপাত্ত ততটা প্রামাণিক নয়। যা হোক, বাংলা সন ষোড়শ শতকে প্রবির্তত নাও হয়ে থাকতে পারে। কারণ ওই শতকের কবি মুকুন্দরামের কাব্যে প্রাচীন নববর্ষ উৎসবের প্রথম মাস অগ্রহায়ণ বন্দনা আছে। মধ্যযুগে কবিদের বৈশাখ বন্দনা চোখে পড়ে না। প্রাক-আধুনিক যুগের ভারতচন্দ্রে বৈশাখ বন্দনা পাই। বৈশাখে নববর্ষ উৎসবের রীতিও প্রাচীন নয়। মুন্সী সলিমউল্লাহ রচিত *তারিখই বাঙ্গালাহ* (১৭৬৩) এবং ইউসুফ আলী খান রচিত *আহওয়া-ই মহব্বতজঙ্গ* (১৭৬৪) নামে ফার্সি গ্রন্থে যথাক্রমে মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭০৭-২৬) এবং নবাব আলীবর্দী খাঁর (১৭৪০-৬৫) নববর্ষে পুণ্যাহ পালনের বিবরণ আছে। এর পরপরই ব্যবসায়ীরা হালখাতা পালন শুরু করায় বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন গ্রামবাংলার প্রচীন লোকাচার ও মেলার বাইরে বৃহত্তর সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে মনে করা যায়। এ তথ্যের সূত্রে আমরা মনে করি, আকবরের ইলাহি সনের ভিত্তিতে বাংলায় আঞ্চলিক সন হিসেবে বাংলা সন চালু করেন মুর্শিদকুলি খাঁ।

ঔপনিবেশিক ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য রীতিতে বাংলা নববর্ষ প্রচলন করেন শস্য রঙের অন্যতম নায়ক রাজনারায়ণ বসু। আর জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতা এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে স্বাদেশিক আঙ্গিকে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হয়। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক ও জাতিগত নিপীড়নের প্রেক্ষাপটে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করে। আর ছায়ানটের উদ্যোগে ১৯৬৭ সাল থেকে রমনায় অশ্বত্থমূলে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন এখন বাংলাদেশের বিশাল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। এর গুরুত্ব বিরাট।

দুই

অনেকে যাকে 'ইংরেজি ক্যালেন্ডার' বলে তা কিন্তু ভুল। 'আসলে এটি ইংরেজি ক্যালেন্ডার' নয়, খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারও নয়। এর সূত্রপাত রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের উদ্যোগে ১ জানুয়ারি খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬ সালে রোমান বর্ষকে 'জুলিয়ান' ক্যালেন্ডার পরিবর্তিত করায় এবং পরে রোমের ভ্যাটিকানে বর্তমানে পোপের পূর্বসূরি ক্যাথলিক পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরির (১৫০২-৮৫) বিজ্ঞানভিত্তিক সংস্কারে ১৫৮২ সালে। ইংল্যান্ডের শাসকরা প্রোটেস্ট্যান্ট। তাই মধ্যযুগে গোটা ইউরোপের প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে যে মতবিরোধ, অসূয়া, দ্বন্দ্ব ও হানাহানি ছিল তার ফলে ক্যাথলিকদের তৈরি করা ক্যালেন্ডার গ্রহণ করা প্রোটেস্ট্যান্টদের জন্য ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই রোমের ক্যাথলিক পোপ ও গ্রেগরির সংস্কারের ফলে ওই ক্যালেন্ডার যখন খুবই গ্রহণযোগ্য ও উন্নত মানসম্পন্ন হয়ে উঠল তখনও তা গ্রহণযোগ্য হলো না ইংল্যান্ডে। তবে যেসব দেশে ক্যাথলিক ধর্ম রাজধর্ম সেসব দেশে গৃহীত হলো; ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশের ক্যাথলিক শাসকরা পোপ গ্রেগরির ক্যালেন্ডার মেনে নিলেন সহজেই। ১৫৮৩-তে নেদারল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডও মেনে নিল। কিন্তু ইংল্যান্ড কোনোমতেই স্বীকার করে নিল না এই সংস্কার। তারা ভাবল, এ নিশ্চয়ই ক্যাথলিকদের কোনো দুষ্টবুদ্ধি। কোনো সূক্ষ্ম চালবাজি। তখন ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ। তিনি বললেন, ক্যাথলিকদের পঞ্জিকা মেনে নিলে সর্বনাশ হ